অষ্টম অধ্যায়

দেশপ্রেম

❑ **অধ্যায়টি পড়ে জানতে পারব**

- ❍ দেশপ্রেমের সংজ্ঞা
- ❍ দেশপ্রেমের উদ্দেশ্য
- ❍ ধর্মীয় দৃষ্টিকোণ থেকে দেশপ্রেমের গুরবত্ব
- ❍ কার্তবীর্যার্জুনের দেশপ্রেমের কাহিনি

❑ **অধ্যায়ের মূলভাব জেনে নিই**

নিজের দেশের প্রতি গভীর ভালোবাসা ও মমত্ববোধই হলো দেশপ্রেম। দেশপ্রেমিক দেশের জন্য কাজ করেন। দেশের স্বাধীনতা রৰার জন্য নিজের জীবন পর্যন্ত ত্যাগ করেন। দেশপ্রেম সৎ ও ধার্মিকের একটি মহৎ গুণ। কার্তবীর্যার্জুন নিজের দেশের স্বাধীনতা রৰার জন্য প্রজাদেরকে উৎসাহী করেছেন। নিজেও রাবনের বিরবদ্ধে যুদ্ধ করে জয়ী হয়েছেন। আমরা সবাই দেশকে ভালোবাসব। দেশের মঙ্গালের জন্য কাজ করব। সত্যিকারের দেশপ্রেমিক সেই ব্যক্তি যিনি দেশের প্রয়োজনে নিজের প্রাণ ত্যাগ করতেও দ্বিধাবোধ করেন না।

অনুশীলনীর প্রশ্ন ও উত্তর

ক. শূন্যস্থান পূরণ কর :

১। দেশের প্রতি ধার্মিক মানুষের রয়েছে গভীর ———।

২। দেশপ্রেম সৎ ও ধার্মিকের একটি ——— গুণ।

৩। বনের মাঝে সুন্দর একটি —।

৪। রাবণ কার্তবীর্যের রাজ্য ——— করলেন।

৫। পরাজিত হলে দেশ হবে ———।

৬। আমরা কার্তবীর্যের মতো ——— হব।

উত্তর : ১। ভালোবাসা ২। মহৎ ৩। রাজপ্রাসাদ ৪। আক্রমণ ৫। পরাধীন ৬। দেশপ্রেমিক

খ. ডান পাশ থেকে শব্দ এনে বাম পাশের শব্দের সঙ্গে মেলাও:

১। দেশের প্রতি ভালোবাসাই	কাজ করব।
২। দেশপ্রেম	ভালোবাসেন।
৩। ধার্মিক মানুষ দেশকে	দেশপ্রেম।
৪। কার্তবীর্য নামে এক	ধর্মের অঙ্গ।
৫। দেশের উন্নতির জন্য	রৰা করব।
৬। দেশের স্বাধীনতাকে	ঋষি ছিলেন।
	রাজা ছিলেন।

উত্তর :

১। দেশের প্রতি ভালোবাসাই **দেশপ্রেম**।

২। দেশপ্রেম **ধর্মের অঙ্গ**।

৩। ধার্মিক মানুষ দেশকে **ভালোবাসেন**।

৪। কার্তবীর্য নামে এক **রাজা ছিলেন**।

৫। দেশের উন্নতির জন্য **কাজ করব**।

৬। দেশের স্বাধীনতাকে **রক্ষা করব**।

গ. সঠিক উত্তরটির পাশে টিক (√) চিহ্ন দাও :

১। রাজা কার্তবীর্যের কাহিনী কোন গ্রন্থের অন্তর্গত? খ

ক. মহাভারতের খ. রামায়ণের

গ. পুরাণের ঘ. উপনিষদের

২। রাজা কার্তবীর্য রাজধানী ছেড়ে গিয়েছিলেন কেন? ক

ক. ক্লান্তি দূর করতে

খ. অন্যের রাজ্য আক্রমণ করতে

গ. তীর্থ ভ্রমণ করতে

ঘ. বিদেশ ভ্রমণ করতে

৩। লঙ্কার রাজা কে ছিলেন? ক

ক. রাবণ খ. রাম

গ. কার্তবীর্য ঘ. দশরথ

৪। কার কথায় সৈন্যদল উৎসাহ পেয়েছিলেন? গ

ক. সেনাপতির খ. রাবণের

গ. কার্তবীর্যের ঘ. রামের

৫। যুদ্ধে কে পরাজিত হলেন? ঘ

ক. কার্তবীর্য খ. কর্ণ

গ. সেনাপতি ঘ. রাবণ

৬। কার্তবীর্য কী জন্য অমর হয়ে রইলেন? খ

ক. খ্যাতির জন্য খ. দেশপ্রেমের জন্য

গ. মেধার জন্য ঘ. অর্থের জন্য

ঘ. নিচের প্রশ্নগুলোর সংক্ষেপে উত্তর দাও :

১. দেশপ্রেম কাকে বলে?

উত্তর : দেশের প্রতি ভালোবাসা ও মমত্ববোধই হলো দেশপ্রেম।

২. কীভাবে দেশপ্রেম প্রকাশ পায়?

উত্তর : নিজের দেশকে ভালোবেসে, দেশের মঙ্গলের জন্য কাজ করে এবং দেশের স্বাধীনতা রৰায় অংশগ্রহণের মধ্য দিয়ে দেশপ্রেম প্রকাশ পায়।

৩. প্রত্যেক সৎ ও ধার্মিক মানুষ কী করেন?

উত্তর : প্রত্যেক সৎ ও ধার্মিক মানুষ নিজের দেশকে ভালোবাসেন। দেশের স্বাধীনতা রৰায় হাসি-মুখে জীবন ত্যাগ করেন।

৪. যুদ্ধের জন্য কার্তবীর্য সৈন্যদের কী বলেছিলেন?

উত্তর : যুদ্ধের জন্য কার্তবীর্য সৈন্যদের উৎসাহ দিয়েছিলেন। তিনি বলেছিলেন, 'সৈন্যগণ পরাজিত হলে দেশ হবে পরাধীন। প্রাণপণে যুদ্ধ কর। দেশের স্বাধীনতা রৰা কর।'

৫. কার্তবীর্য রাবণকে ক্ষমা করলেন কেন?

উত্তর : রাবণ কার্তবীর্যের রাজ্য দখল করতে এসে পরাজিত হয়ে কার্তবীর্যের কাছে ৰমা চাইলেন। কার্তবীর্য তাকে আর কখনও অন্য কোনো রাজ্য আক্রমণ না করার শর্তে ৰমা করলেন।

৬. আমরা দেশকে ভালোবাসব কেন?

উত্তর : আমরা এই দেশে জন্মগ্রহণ করেছি। এই দেশের আলো-বাতাসে বড় হচ্ছি। তাই আমরা সবাই দেশকে ভালোবাসবো।

ঙ. নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও :

১. দেশপ্রেম সৎ ও ধার্মিকের অন্যতম গুণ– ব্যাখ্যা কর।

উত্তর : সৎ ও ধার্মিক মানুষ দেশকে ভালোবাসে। দেশের মঙ্গলের জন্য কাজ করে। দেশের উন্নয়নের জন্য কাজ করে। তারা দেশের প্রয়োজনে জীবন ত্যাগ করতেও পিছপা হয় না। তাই দেশপ্রেম সৎ ও ধার্মিক ব্যক্তির অন্যতম গুণ।

২. রাবণ কে ছিলেন? তিনি সুযোগ পেলে কী করতেন?

উত্তর : রাবণ ছিলেন লঙ্কার রাজা। তিনি ছিলেন খুব অত্যাচারী। সুযোগ পেলেই তিনি অন্যের রাজ্য আক্রমণ করতেন। যুদ্ধ করে রাজ্য দখল করে নিতেন।

৩. দেশপ্রেমের প্রয়োজনীয়তা বর্ণনা কর।

উত্তর : দেশপ্রেম ধর্মের অঙ্গ। সৎ ও ধার্মিকের মহৎ গুণ। দেশপ্রেমিক দেশকে ভালোবাসেন। দেশের জন্য কাজ করেন। এমনকি দেশের জন্য হাসিমুখে প্রাণ পর্যন্ত ত্যাগ করেন। তাই সবার জীবনে দেশপ্রেমের প্রয়োজনীয়তা রয়েছে।

৪. কার্তবীর্য কে ছিলেন? তিনি কীভাবে দেশপ্রেমের পরিচয় দিয়েছিলেন?

উত্তর : পুরাকালে এক রাজা ছিলেন নাম কার্তবীর্য। তাঁর পূর্ণনাম কার্তবীর্যার্জুন। তিনি ছিলেন অত্যন্ত সৎ ও ধার্মিক।

রাজকার্য করতে করতে ক্লান্ত হয়ে তিনি বনের এক নির্জন প্রাসাদে কিছুদিন বিশ্রামের সিদ্ধান্ত নিলেন। তাঁর সময়ে লঙ্কার রাজা ছিলেন রাবন। তিনি ছিলেন অত্যাচারী। রাবন কার্তবীর্যের বিশ্রামের খবর পেয়ে তাঁর রাজধানীতে আক্রমণ করলেন। রাজা কার্তবীর্য তাঁর দেশ আক্রান্ত হয়েছে শুনে রাজধানীতে ফিরে এসে সোজা চলে গেলেন যুদ্ধৰেত্রে। কার্তবীর্য নিজেও যুদ্ধ করলেন এবং সৈন্যদেরকেও দেশ রৰার জন্য উৎসাহিত করলেন। এক সময় তিনি যুদ্ধে জয়ী হলেন। রাবণের পরাজয় হলো। এভাবেই দেশকে ভালোবেসে, দেশের শত্রবকে পরাজিত করে কার্তবীর্যার্জুন দেশপ্রেমের পরিচয় দিলেন। রাবণকে অন্য কোনো রাজ্য আক্রমণ না করার শর্তে ৰমা করে দিয়ে কার্তবীর্যার্জুন মহত্বেরও পরিচয় দিলেন।

৫. ধর্মগ্রন্থ থেকে দেশপ্রেমমূলক কোনো উপাখ্যান বর্ণনা কর।

উত্তর : নিচে ধর্মগ্রন্থ রামায়ণ থেকে দেশপ্রেমমূলক একটি উপাখ্যান বর্ণনা করা হলো : পুরাকালে এক রাজা ছিলেন তাঁর নাম কার্তবীর্য। তাঁর পূর্ণনাম কার্তবীর্যার্জুন। তিনি ছিলেন অত্যন্ত সৎ ও ধার্মিক। রাজকার্য করতে করতে ক্লান্ত হয়ে তিনি এক সময় বনের এক নির্জন প্রাসাদে কিছুদিন বিশ্রামের সিদ্ধান্ত নিলেন। তাঁর সময়ে লঙ্কার রাজা ছিলেন রাবন। তিনি ছিলেন অত্যাচারী। রাবন কার্তবীর্যের বিশ্রামের খবর পেয়ে তাঁর রাজধানীতে আক্রমণ করলেন। রাজা কার্তবীর্য তাঁর দেশ আক্রান্ত হয়েছে শুনে রাজধানীতে ফিরে এসে সোজা চলে গেলেন যুদ্ধৰেত্রে। কার্তবীর্য নিজেও যুদ্ধ করলেন এবং সৈন্যদেরকেও দেশ রৰার জন্য উৎসাহিত করলেন। এক সময় তিনি যুদ্ধে জয়ী হলেন। রাবণের পরাজয় হলো। এভাবেই দেশকে ভালোবেসে, দেশের শত্রবকে পরাজিত করে কার্তবীর্যার্জুন দেশপ্রেমের পরিচয় দিলেন। রাবণকে অন্য কোনো রাজ্য আক্রমণ না করার শর্তে ৰমা করে দিয়ে কার্তবীর্যার্জুন মহত্বেরও পরিচয় দিলেন।

অতিরিক্ত প্রশ্ন ও উত্তর

❑ ডান পাশ থেকে শব্দ এনে বাম পাশের শব্দের সঙ্গে মেলাও :

১. দেশের প্রতি ভালোবাসা ও মমত্ববোধ	ধর্মের অঙ্গ।
২. দেশপ্রেম	দেশপ্রেম।
৩. দেশপ্রেমিক	রাবণকে পরাজিত করলেন।
৪ কার্তবীর্যার্জুন	দেশের জন্য কাজ করেন।
৫. আমরাও কার্তবীর্যার্জুনের মতো	যুদ্ধ করব। দেশপ্রেমিক হব।

উত্তর :

১. দেশের প্রতি ভালোবাসা ও মমত্ববোধ **দেশপ্রেম**।
২. দেশপ্রেম **ধর্মের অঙ্গ**।
৩. দেশপ্রেমিক **দেশের জন্য কাজ করেন**।
৪. কার্তবীর্যার্জুন **রাবণকে পরাজিত করলেন**।
৫. আমরাও কার্তবীর্যার্জুনের মতো **দেশপ্রেমিক হব**।

❑ শুদ্ধ-অশুদ্ধ নির্ণয় কর :

১. দেশপ্রেমিকরূ পে রাবণ অমর হয়ে রইলেন।
২. যুদ্ধে কার্তবীর্যের জয় হলো।
৩. কার্তবীর্য শহরের বিশাল প্রাসাদে বিশ্রামের সিদ্ধান্ত নিলেন।
৪. দেশপ্রেম সৎ ও ধার্মিকের একটি মহৎ গুণ।
৫. দেশ আক্রান্ত হলে আমরা অন্য দেশে চলে যাব।

উত্তর : ১. 'অ' **২.** 'শু' **৩.** 'অ' **৪.** 'শু' **৫.** 'অ'

❑ শূন্যস্থান পূরণ :

১. দেশ শত্রব দ্বারা আক্রান্ত হলে ——— করতে হবে।
২. কার্তবীর্য ——— করতে করতে খুব ক্লান্ত হয়ে পড়েছিলেন।
৩. কার্তবীর্যের সময় ——— রাজা ছিলেন রাবণ।
৪. রাবণ সুযোগ পেলেই অন্যের রাজ্য ——— করতেন।

৫. যুদ্ধে পরাজিত হলে দেশ হয় ———।

উত্তর : ১. প্রতিরোধ ২. রাজকার্য ৩. লঙ্কার ৪. আক্রমন ৫. পরাধীন।

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন ও উত্তর

➲ <u>সাধারণ</u>

দেশপ্রেম

১. দেশপ্রেম কীসের অঙ্গ? খ

ক পরিবারের খ ধর্মের
গ সমাজের ঘ রাষ্ট্রের

কার্তবীর্যার্জুনের দেশপ্রেম ক

২. কার্তবীর্যের পূর্ণ নাম কী?

ক কার্তবীর্যার্জুন খ কার্তবীর্যাধন
গ কার্তদুর্যধন ঘ কার্তাবীর্যু

৩. যুদ্ধে কে জয়ী হলেন? ঘ

ক রাবণ খ কর্ণ
গ ভীম ঘ কার্তবীর্যার্জুন

৪. কার্তবীর্যার্জুন কেন ক্লান্ত হয়ে পড়েছিলেন? গ

ক যুদ্ধ করতে করতে
খ পাশা খেলতে খেলতে
গ রাজকার্য করতে করতে
ঘ অধিক আহার করতে করতে

৫. কার্তবীর্য বিশ্রামের জন্য কোথায় গিয়েছিলেন? খ

ক শহরে খ বনের মধ্যে
গ নদীর পাড়ে ঘ পাহাড়ের পাদদেশে

৬. কার্তবীর্য যে প্রাসাদে বিশ্রামের সিদ্ধান্ত নিলেন সেটির তিনদিকে কী ছিল? গ

ক গভীর জঙ্গল খ চিড়িয়াখানা
গ সরোবর ঘ ফুলবাগান

৭. কে সুযোগ পেলেই অন্যের রাজ্য আক্রমণ করতেন? ঘ

ক কার্তবীর্যার্জুন খ দুর্যোধন
গ ভীম ঘ রাবণ

৮. রাবণের প্রতি কার্তবীর্যের শর্তটি কী ছিল? খ

ক তার রাজ্য লিখে দেয়া
খ অন্য রাজ্য আক্রমণ না করা
গ যুদ্ধ ছেড়ে দেয়া
ঘ মণি-মুক্তা জরিমানা দেয়া

➲ <u>যোগ্যতাভিত্তিক</u>

শিখনফল : দেশপ্রেমিকের পরিচয় পাবে।

৯. জগদীস দেশকে ভালোবাসে। দেশের মঙ্গলের জন্য কাজ করে। তাকে আমরা বলব– ঘ

ক আবেগী খ মমতাবান
গ দেশদ্রোহী ঘ দেশপ্রেমিক

শিখনফল : দেশপ্রেমের অনুভূতি জাগ্রত হবে।

১০. শেখরের বাবা দেশের জন্য যুদ্ধ করে জীবন দিয়েছেন। কোন অনুভূতির কারণে তিনি জীবন ত্যাগ করতে পেরেছিলেন? ক

ক দেশপ্রেম খ সুনাম
গ বীরত্ব প্রদর্শন ঘ অর্থ উপার্জন

সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন ও উত্তর

১. রাবণের প্রতি কার্তবীর্যের শর্তটি কী ছিল?

উত্তর : রাবণের প্রতি কার্তবীর্যের শর্তটি ছিল, রাবণ আর অন্যের রাজ্যে আক্রমণ করবেন না।

২. কার্তবীর্য সৈন্যদের কী বলেছিলেন?

উত্তর : কার্তবীর্য সৈন্যদের উচ্চকণ্ঠে বলেছিলেন, 'সৈন্যগণ, পরাজিত হলে দেশ হবে পরাধীন। প্রাণপণ যুদ্ধ কর। দেশের স্বাধীনতা রৰা কর।

কাঠামোবদ্ধ প্রশ্ন ও উত্তর

➲ <u>সাধারণ</u>

১. দেশপ্রেম কী? কী কী কাজ করলে দেশপ্রেমিক হওয়া যায়?

উত্তর : নিজের দেশের প্রতি মানুষের রয়েছে গভীর ভালোবাসা, রয়েছে মমত্ববোধ। দেশের প্রতি এই ভালোবাসা ও মমত্ববোধই দেশপ্রেম।

দেশপ্রেমিক হতে হলে দেশকে ভালোবাসতে হয়। দেশের মঙ্গল চিন্তা করতে হবে। দেশের উন্নতির জন্য কাজ করতে হবে। দেশ শত্রব দ্বারা আক্রান্ত হলে প্রতিরোধ করতে হবে। দেশের স্বাধীনতার জন্য হাসিমুখে জীবন পর্যন্ত ত্যাগ করতে হবে।

➲ <u>যোগ্যতাভিত্তিক</u>

২. দেশপ্রেম বলতে তুমি কী বোঝ? ৫টি বাক্যে লেখ।

উত্তর : দেশপ্রেম বলতে আমি যা বুঝি তা নিচে ৫টি বাক্যে লেখা হলো :

১) দেশের প্রতি ভালোবাসা ও মমত্ববোধই দেশপ্রেম।

২) দেশপ্রেম সৎ ও ধার্মিকের একটি মহৎ গুণ।

৩) দেশপ্রেম মানে দেশের মঙ্গল করা, দেশের উন্নতির জন্য কাজ করা।

৪) দেশপ্রেম মানে প্রয়োজন হলে দেশের জন্য হাসিমুখে জীবন উৎসর্গ করা।

৫) দেশপ্রেম মানে দেশ শত্রব দ্বারা আক্রান্ত হলে যেকোনো উপায়ে তার প্রতিরোধ করা।